পলিসি ব্রিফ
#১৫৩/২০২৬
জানুয়ারি ২০২৬

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে। এরই অংশ হিসেবে টিআইবি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। টিআইবি'র প্রাধান্যের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে দ্রুততর রূপান্তরসহ সুশাসিত দুর্নীতিমুক্ত ও টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চাহিদা বেগবান করা। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হলেও বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাত এখনো জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়লেও, ২০২৫ সালে জ্বালানি মিশ্রণে নবায়নযোগ্য জ্বালানির পরিমাণ মাত্র ৪.৬ শতাংশ। লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরে সুশাসন নিশ্চিতে এখাতে টিআইবি গবেষণা, অধিপরামর্শ ও নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির জন্য বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে টিআইবি "বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নীতিকাঠামো বিশ্লেষণসহ সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা। গবেষণার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন, সার-সংক্ষেপ ও অন্যান্য নথি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে, যা টিআইবির ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে[১]।

এ গবেষণায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত নীতি, পরিকল্পনা ও আইনের কিছু দুর্বলতা চিহ্নিত হয়েছে; একই সাথে, বিদ্যমান আইন ও বিধিমালার সীমাবদ্ধতা ও অস্পষ্টতা কাজে লাগিয়ে প্রকল্প অনুমোদন, বাস্তবায়ন ও নীতিনির্ধারণে অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র উঠে এসেছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রার ভিন্নতা ও অসংগতি এবং সমন্বয়হীনতা এ খাতের সময়াবদ্ধ লক্ষ্য অর্জনে বড় চ্যালেঞ্জ। বাস্তবতা, সক্ষমতা ও বিদ্যমান কাঠামোর পর্যাপ্ত বিশ্লেষণ ছাড়াই একদিকে যেমন জ্বালানি মহাপরিকল্পনায় বিদ্যুৎ চাহিদার উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, অন্যদিকে, জ্বালানি মিশ্রণে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সেই লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়নি। দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতে স্বার্থের দ্বন্দ্বপুষ্ট নীতিদখলের মাধ্যমে উদ্দেশ্যমূলকভাবে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর অতিনির্ভরশীলতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে উত্তরণের যে সম্ভাবনা ও অঙ্গীকার আছে তা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না এবং অন্যদিকে জীবাশ্মনির্ভরতা অধিকতর স্থায়ীত্ব লাভ করেছে।

নীতিগতভাবে প্রাধান্যের দিক থেকে জ্বীবাশ্ম জ্বালানির তুলনায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত যথাযথ গুরুত্ব পায়নি বরং অবহেলিত হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বাজেট বরাদ্দ চাহিদার তুলনায় একেবারেই নগণ্য। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ খাতের বিদেশি বিনিয়োগের ৯৬.৭ শতাংশই যাচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানিতে, আর নবায়নযোগ্য খাতে মাত্র ৩.৩ শতাংশ যা একদিকে যেমন পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর, অন্যদিকে অর্থনৈতিকভাবেও আত্মঘাতী। এছাড়া নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতের নীতি-কৌশল ও পরিকল্পনায় নানাবিধ অসঙ্গতি অস্পষ্টতা তৈরি করা হয়েছে। বিশেষত, সমন্বিত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা (আইইপিএমপি ২০২৩) জীবাশ্ম জ্বালানি লবির প্রভাবে জীবাশ্ম জ্বালানিকে কেন্দ্র করে প্রণীত, যে কারণে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে নীতিগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে, প্রচলিত নবায়নযোগ্য জ্বালানির পরিবর্তে অপরীক্ষিত তথাকথিত "ক্লিন এনার্জি" কে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। জ্বালানি খাতের মহাপরিকল্পনায় নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে প্রান্তিক পর্যায়ে রেখে জীবাশ্ম জ্বালানি লবির স্বার্থ রক্ষা করা হচ্ছে, যার ফলে নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। জ্বালানি পরিকল্পনায় উন্নয়ন অংশীদার কর্তৃক বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট স্বার্থের কারণে কৌশলগতভাবে সরকারের নীতিনির্ধারণ ও পরিকল্পনায় প্রভাব বিস্তারের ঝুঁকি রয়েছে। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনের সক্ষমতার ঘাটতি ও তাদের যথাযথ ভূমিকা গ্রহণে ব্যর্থতা এবং বিনিয়োগ ও অর্থায়নে নানাবিধ ঘাটতিসহ উল্লেখযোগ্যভাবে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান যা নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে লক্ষ্যমাত্রার সাপেক্ষে ন্যায়সঙ্গত রূপান্তরে অন্যতম বাধা। নীতিগতভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে প্রাধান্য না দেওয়ার কারণে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ নেট-জিরো নিঃসরণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন না করার আশঙ্কা রয়েছে। বাংলাদেশের জ্বালানি খাত জ্বীবাশ্মভিত্তিক নীতির দ্বারা প্রভাবিত এবং এতে অধিক মাত্রায় ভর্তুকি ও ক্যাপাসিটি চার্জ প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় হচ্ছে। এখানে যোগসাজশের মাধ্যমে অনিয়ম-দুর্নীতিকে যেভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে একইভাবে সেই দৃষ্টান্ত নবায়নযোগ্য খাতেও প্রতীয়মান। ভূমি ক্রয়, অধিগ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট ক্ষতিপূরণের নামে যে অনিয়মের চর্চা অন্যান্য অবকাঠামো খাতে হয়ে থাকে সেই একই চিত্র নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতেও দৃশ্যমান। 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০'-এর অপব্যবহার করে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের পরিবর্তে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে উচ্চ ট্যারিফে বিদ্যুৎ ক্রয়ের চুক্তি করা হয়েছে, যা প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় প্রায় চার গুণ বেশি। সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পে প্রতি মেগাওয়াটে ৮ কোটি টাকা প্রয়োজন হলেও গবেষণার আওতাভুক্ত ৬টি প্রকল্পে গড়ে ১৩.৮ কোটি টাকা ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। এই প্রকল্পগুলোর ব্যয় প্রকৃত ব্যয়ের চেয়ে গড়ে দেড় গুণ বেশি দেখিয়ে প্রায় ২ হাজার ৯২৬ কোটি ৮৮ লাখ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয়

[১] গবেষণা প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট দলিলসমূহ (মূল প্রতিবেদন, বাংলা ও ইংরেজি সার-সংক্ষেপ, উপস্থাপনা) টিআইবির ওয়েবসাইটে (https://www.ti-bangladesh.org/articles/research/7417) প্রকাশিত।

করা হয়েছে। এছাড়া পাঁচটি প্রকল্পে ভূমি ক্রয় ও ক্ষতিপূরণ প্রদানে ২৪৯ কোটি টাকার বেশি দুর্নীতি হয়েছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতের ক্রয় ও দরপত্র প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার ঘাটতি বিদ্যমান। প্রকল্প অনুমোদন, বিবিধ চুক্তি সম্পাদন, বিদ্যুতের দাম নির্ধারণে নানাবিধ অনিয়ম বিদ্যুতের দাম নির্ধারণে প্রভাব ফেলে এবং সার্বিকভাবে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি করে। বিদ্যুৎ ক্রয়ে প্রতিযোগিতাভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার না করা, প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়নে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতাসহ বিনিয়োগকারীদের নানাবিধ ঝুঁকি গ্রহণ এবং বড় অঙ্কের অর্থ ও সময় ব্যয় করে নিজ উদ্যোগে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হয় বিধায় বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থাহীনতা সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তির জন্য বিদেশ নির্ভরতা এবং এখাতের উন্নয়নে সরকারের বিনিয়োগের ঘাটতিসহ নানাবিধ আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) কে দুর্বল করে রাখা এখাতের প্রসারে অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশ দূষণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার ঝুঁকি বৃদ্ধি পেলেও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ কর্তৃক বিদ্যমান আইন ও বিধি কার্যকরভাবে প্রয়োগে ব্যর্থতায় বন, নদী, খাস জমিসহ প্রাকৃতিক সম্পদ ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতি সাধন হচ্ছে।

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি রূপান্তরে সহায়ক ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে এবং এই খাতে সুশাসন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের/অংশীজনের বিবেচনার জন্য নিচের সুপারিশগুলো প্রস্তাব করা হল।

সুপারিশমালা

ক্রম	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
নীতি, পরিকল্পনা, আইন, ও বিধিমালা প্রণয়ন ও প্রতিপালন সংক্রান্ত পর্যায়ে করণীয়		
১.	জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভরতা থেকে সরে এসে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে অগ্রাধিকার প্রদান করে খসড়া 'এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যান (ইপিএসএমপি) ২০২৫' স্বচ্ছ জাতীয় পরামর্শ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে ঢেলে সাজিয়ে চূড়ান্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে- ▪ মহাপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণের পূর্বে নাগরিক সমাজ, স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত বাংলাদেশি বিশেষজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে; ▪ জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভর প্রকল্পে অর্থায়ন ও এর ব্যবহার ক্রমান্বয়ে কমানোর জন্য সময়াবদ্ধ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে; ▪ মহাপরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং জীবন-জীবিকা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়কে প্রাধান্য দিতে হবে; ▪ নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে একটি স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি সময়াবদ্ধ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে; ▪ সম্ভাবনা যাচাই সাপেক্ষে উৎস ভেদে (সৌর, বায়ু ও জলবিদ্যুৎ, ওয়েস্ট টু এনার্জি) নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে; ▪ ২০৫০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরসহ নেট-জিরো লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জীবাশ্ম জ্বালানি খাতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংশ্লিষ্টদের বাদ দিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে;	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ বিভাগ; বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি); আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়; পরিকল্পনা কমিশন; টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)
২.	নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি ২০২৫সহ বিদ্যমান সকল নীতি ও পরিকল্পনায় অভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি বাস্তবসম্মত রোডম্যাপ প্রণয়ন করতে হবে।	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ বিভাগ; বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি); পরিকল্পনা কমিশন; টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)
৩.	নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতের প্রসারে নীতিগত অগ্রাধিকার নিশ্চিত করার জন্য এর উৎপাদন ও সরবরাহ, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ একটি উপযুক্ত বিনিয়োগ কাঠামো প্রণয়ন করতে হবে।	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ বিভাগ; বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি); পরিকল্পনা কমিশন; টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)

ক্রম	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৪.	বিদ্যুৎ আইন ২০১৮ এর সংশোধন করে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের আইনি ভিত্তি প্রদান করতে হবে এবং উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডের/বিকল্প গ্রিডের মাধ্যমে সঞ্চালন, সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ বিভাগ; আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়; টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা); বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি); পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ (পিজিবি)
৫.	শিল্প ও আবাসিক গ্রাহকদের নেট মিটারিং সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন সহজীকরণ, ফিড-ইন-ট্যারিফ কার্যকর এবং তাদের উদ্বুদ্ধ করতে প্রণোদনা প্রদান করতে হবে।	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ বিভাগ; বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি); টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা); অর্থ মন্ত্রণালয়; ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো); বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি); ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ডিপিডিসি); নর্দার্ন ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো); ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ওজোপাডিকো)
৬.	আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়ন ও নবায়নযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ইতোমধ্যে বাতিল হওয়া কয়লা ও এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমিতে এবং খাসজমি ও সরকারি পরিত্যাক্ত স্থানে সোলারসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ বিভাগ; বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি); টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা); ভূমি মন্ত্রণালয়; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৭.	নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ বিভাগ; বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি); টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা); বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা); অর্থ মন্ত্রণালয়; বাংলাদেশ ব্যাংক; ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল)
৮.	এনডিসি ৩.০ এর আওতায় গৃহীত অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে খাতভিত্তিক প্রশমন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক রোডম্যাপ প্রণয়ন করতে হবে।	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ বিভাগ; বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি); পরিকল্পনা কমিশন; টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা); পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ক্রম	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
অবকাঠামো, প্রযুক্তি ও বিনিয়োগ সক্ষমতা		
৯.	নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তর-সংক্রান্ত কার্যক্রমে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য বিদ্যমান আইন সংশোধন করে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) কে একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা প্রদান করতে হবে। এর কারিগরি, জনবল এবং অবকাঠামোগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ বিভাগ; আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়; টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)
১০.	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)-এর কার্যক্রমে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে এবং স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত থেকে প্রকল্প অনুমোদন ও চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ বিভাগ; বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)
১১.	স্বচ্ছতা নিশ্চিত, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টিসহ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)–এর আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে; নবায়নযোগ্য জ্বালানির দাম নির্ধারণসহ প্রতিষ্ঠানটির ম্যান্ডেট অনুসারে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ বিভাগ; বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি); বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)
১২.	নবায়নযোগ্য খাতের প্রযুক্তির জন্য বিদেশ নির্ভরতা কমানো এবং এখাতের উন্নয়নে সরকারি এবং বেসরকরি উদ্দোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ বিভাগ; পরিকল্পনা কমিশন; টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা); অর্থ মন্ত্রণালয়; বাংলাদেশ ব্যাংক, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল)
১৩.	নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য তহবিল বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ বিভাগ; টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা); অর্থ মন্ত্রণালয়; বাংলাদেশ ব্যাংক; ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল); বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন
স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা		
১৪.	জ্বালানি খাতে নীতি করায়ত্ত বন্ধ এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রতিরোধসহ এ খাত সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন করতে হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ বিভাগ; টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা); অর্থ মন্ত্রণালয়; বাংলাদেশ ব্যাংক; বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি); পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি); পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়

ক্রম	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১৫.	আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পাদিত জ্বালানি খাতের সকল প্রকল্প প্রস্তাব এবং চুক্তির নথি প্রকাশ করতে হবে।	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ বিভাগ; বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি); অর্থ মন্ত্রণালয়
অংশগ্রহণ		
১৬.	নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে হবে।	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ বিভাগ; পরিকল্পনা কমিশন; টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা); অর্থ মন্ত্রণালয়; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; ভূমি মন্ত্রণালয়; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়;
অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে পদক্ষেপ		
১৭.	সকল প্রকার জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ত্রুটিমুক্ত পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও যাচাই নিশ্চিত করতে হবে এবং পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদান এবং দূষণ ও পরিবেশ-বিষয়ক তদারকিতে স্বচ্ছ ও যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ বিভাগ; পরিকল্পনা কমিশন; টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা); পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর
১৮.	জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ক্রয় সম্পাদনে উন্মুক্ত-পদ্ধতি ব্যবহারসহ জাতীয় ক্রয় আইন ও নীতি পরিপূর্ণভাবে প্রতিপালন করতে হবে।	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ বিভাগ; বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি); পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
১৯.	স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করে প্রকল্পের পরিকল্পনা, চুক্তির শর্ত নির্ধারণ, অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ বিভাগ; পরিকল্পনা কমিশন; টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা); পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর; আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়; অর্থ মন্ত্রণালয়; ভূমি মন্ত্রণালয়; বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি); পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি-০৫, সড়ক-১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯।
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০ । ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২

info@ti-bangladesh.org www.ti-bangladesh.org TIBangladesh